একটি নৈরাজ্যবাদী
নৃবিজ্ঞানের খণ্ডচিত্র

boobook

boobook

ডেভিড গ্রেবার

একটি নৈরাজ্যবাদী নৃবিজ্ঞানের খণ্ডচিত্র

ভাষান্তর · আনন্দ অন্তঃলীন

boobook

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ekti noirajjobadi nribigganer khondochitra translation of david graeber's fragments of an anarchist anthropology, by aananda antahleen, published by boobook, june 2022, dhaka, bangladesh.

* প্রচ্ছদটি জস ম্যাকফি'র ইলাস্ট্রেশন হতে অনুপ্রাণিত হয়ে করা হয়েছে।

ISBN 978-984-95218-7-7

পাঠকের মূল্য: ৳ ৩৩০ । ₹ ৩৩০

গ্রন্থস্বত্ব

ভাষান্তর © আনন্দ অন্তঃলীন
বই কপিরাইট © বুবুক

প্রথম বুবুক প্রকাশ • জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯, জুন ২০২২

পরিবেশক • বুবুক
পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক • বইপত্তর

অক্ষর বিন্যাস • noktaforge

মুদ্রণ পরিষেবায় • replikagrapiks.com

বাড়ি ২৪৬/এ, সড়ক ১০এ, পশ্চিম ধানমণ্ডি,
ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ

+৮৮০ ১৯১৯২৭৬৪৫৮
+৮৮০ ১৮৪৭ ২২৭৭৭৭

dak@boobook.co
www.boobook.co

প্রকাশনা ক্রম # পঞ্চম

মানুষের আকাঙ্ক্ষা সব
সময়ই অস্থির

boobook

ডেভিড গ্রেবার

ভূমিকা

নৈরাজ্যবাদী চিন্তার ইতিহাস মানব সভ্যতার মতোই পুরনো। ইতিহাসের একটা বড় সময় জুড়ে মানুষ কোনো প্রকারের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ও আধিপত্যশীল ক্ষমতার প্রভাব ছাড়াই সামাজিকভাবে নিজেদের সংঘবদ্ধ করে এসেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব ও সার্বিক অর্থনৈতিক অবকাঠামোর পরিবর্তনের সাথে মানুষের রাজনৈতিক, মূল্যবোধগত ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামোসমূহেরও পরিবর্তন ঘটা শুরু করে। যার ফলে এক কালের সমতাভিত্তিক নৈরাজ্যবাদী সমাজের জায়গায় নির্মিত হয় শ্রেণিকাঠামোভিত্তিক, শোষণমূলক সামাজিক কাঠামো। উনিশ শতকের বিবর্তনবাদী চিন্তা ও বিশেষত বিবর্তনবাদী নৃবিজ্ঞান দাবি করে সাম্যবাদী, শাসকবিহীন সমাজ হচ্ছে (একরৈখিক) ইতিহাসের আদিমতম পর্যায়ে থাকা সমাজের রূপ, যা ক্রমান্বয়ে বিবর্তিত হয়ে পুঁজিবাদী শিল্পায়িত সমাজের রূপ ধারণ করেছে (কিংবা করছে)। এ ধরনের বক্তব্য নৈরাজ্যবাদের ব্যাপারে কেবল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিরই উদ্ভব ঘটায় না, একই সাথে বিদ্যমান দুর্দশা থেকে উত্তরণের সম্ভাবনাকেও সীমাবদ্ধ করে ফেলে। মূলধারার পশ্চিমা সংস্কৃতিতে নৈরাজ্যবাদ উপস্থাপিত হয়ে থাকে ধ্বংসাত্মক, বিশৃঙ্খল একটি সত্তা হিসেবে যার উৎপত্তি ১৮ ও ১৯ শতকের ইউরোপে এবং যা কেবল মানুষের

boobook

যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ইতিহাস ঘাটলেই দেখা যাবে নৈরাজ্যবাদী চিন্তার প্রকাশ প্রাচীন গ্রিক ও চীনা দার্শনিক, এমনকি মধ্যযুগের কিছু খ্রিষ্টান যাজকগোষ্ঠীর মধ্যেও দেখা যায়। পিয়েরে-জোসেফ প্রুধোঁ নিজেকে নৈরাজ্যবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা প্রথম ব্যক্তি হলেও নৈরাজ্যবাদের উৎপত্তি ঘটেছে এর বহুকাল আগেই এবং পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন সময়ে হাজার হাজার নৈরাজ্যবাদী সমাজ বিদ্যমান ছিল। নৈরাজ্যবাদী চিন্তার কোনো সংঘবদ্ধ রূপ কিংবা কাঠামোগত পদ্ধতি নেই যার মাধ্যমে একে বিমূর্ত একটি তত্ত্ব হিসেবে উপস্থাপন করা সম্ভব। এর কোনো প্রতিষ্ঠাতাও নেই যার সূত্র ধরে একটি তাত্ত্বিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। নৈরাজ্যবাদ সব সময় পদ্ধতি ও চর্চার ওপর অধিক মনোনিবেশ করেছে; যার ফলে প্রথাগত অর্থে এর কোনো তাত্ত্বিক অবকাঠামো নেই। নৈরাজ্যবাদী তত্ত্ব ও চিন্তার বিশ্লেষণ একটি দীর্ঘ পর্যালোচনা, যা নিজেই একটি গ্রন্থের দাবিদার। আলোচনার সুবিদ্ধার্থে আমরা এখানে নৈরাজ্যবাদী নৃবিজ্ঞানের পর্যালোচনা ও এর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্ভাবনার বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব।

boobook boobook

নৈরাজ্যবাদী নৃবিজ্ঞান: প্রেক্ষাপট ও সম্ভাবনা

ডেভিড গ্রেবার ২০০৪ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশের সময় বলেছিলেন যে নৈরাজ্যবাদী নৃবিজ্ঞানের কোনো অস্তিত্ব নেই, যা আছে তা কেবল খণ্ডচিত্র। বর্তমানে অবস্থার যে খুব বেশি পরিবর্তন হয়েছে তা বলা যাবে না। নৈরাজ্যবাদের ব্যাপারে মানুষের ভুল ধারণা এখনো ভাঙা সম্ভব হয়নি এবং নৈরাজ্যবাদী নৃবিজ্ঞানের কথা মূলধারার একাডেমিতে

একেবারেই অনুপস্থিত (অন্তত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে)। কিন্তু গ্রেবার একই সাথে এরূপ একটি নৃবিজ্ঞানের অস্তিত্বের গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন। নৈরাজ্যবাদী চিন্তার মতোই নৈরাজ্যবাদী নৃবিজ্ঞানেরও বদ্ধ, নির্দিষ্ট, নিয়ন্ত্রিত কোনো তাত্ত্বিক অবকাঠামো নেই। বরং এর বদলে যা আছে তা হলো, বিভিন্ন সময়ে ও ভৌগলিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান সাম্যবাদী, শাসকহীন সমাজসমূহের নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান, যা একটি বিকল্প সমাজ সৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা কিংবা পরামর্শ দিতে সক্ষম।

এই প্যামফ্লেটে গ্রেবার একটা পর্যায়ে পালটা ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন এবং এর বিশ্লেষণে তিনি বিভিন্ন এথনোগ্রাফিক উদাহরণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন কীভাবে স্বশাসিত ও কাঠামোগত সহিংসতাবিহীন বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হয়েছে ও তারা কীভাবে তাদের সমতাভিত্তিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এই আলোচনা কেবল শোষণমূলক, পুঁজিবাদী বাস্তবতার বিকল্প জগতের সম্ভাবনার কথাই বলে না, একই সাথে বিদ্যমান ক্ষমতার সাথে বোঝাপড়া চালানো ও তাকে ক্রমান্বয়ে উৎখাত করার প্রক্রিয়ার একটি নৃবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনাও তুলে ধরে। গ্রেবারের মতে এক প্রকারের পালটা ক্ষমতা তৈরি করার মাধ্যমেই বুর্জোয়া অভিজাততন্ত্রী শাসনের শোষণমূলক ক্ষমতার মোকাবেলা করা সম্ভব। তাঁর মতে এই পালটা ক্ষমতা হলো বিদ্যমান শাসনব্যবস্থা ও সার্বিক অবকাঠামোর কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার বিপরীতে এমন কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রক্রিয়া, যা শোষণ ও অবদমনের কাঠামোকে ক্রমান্বয়ে প্রশমিত করার মাধ্যমে একটা পর্যায়ে সেটিকে অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে। এই পালটা ক্ষমতা নির্মাণের মাধ্যমে কেন্দ্রীভূত শাসন ও বৈশ্বিক বাজারব্যবস্থার বিকল্প অবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি কয়েকটি এথনোগ্রাফিক উদাহরণ টেনে আনেন। পালটা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার

boobook

নৈরাজ্যবাদ

এটা জীবনযাপন ও আচরণের এমন একটি তত্ত্ব কিংবা নীতি যেখানে সমাজকে একটি সরকারব্যবস্থা-মুক্ত সত্তা হিসেবে দেখা হয়। এরকম একটি সমাজে আইনানুগতা কিংবা কর্তৃত্বের প্রতি বশ্যতা স্বীকারের মাধ্যমে সামঞ্জস্য [harmony] নির্মিত হয় না, বরং এটা ঘটে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যকার উন্মুক্ত বোঝাপড়ার মাধ্যমে। এই সামঞ্জস্য স্থানিক ও পেশাগত, যা স্বাধীনভাবে গঠিত হয় উৎপাদন ও ভোগের প্রয়োজনীয়তার সাপেক্ষে এবং একই সাথে যা সভ্য মানব সমাজের পূর্ণ সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় অসংখ্য চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম।

– পিটার ক্রপোতকিন [*এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*]

boobook

মোদ্দাকথা হচ্ছে, আপনি যদি ইউটোপিয়ানিস্ট না হন, তাহলে আপনি একটা গবেট।

– জনোথন ফেল্ডম্যান *[Indigenous Planning Times]*

এই লেখায় যা উপস্থাপিত হবে তা হলো বিভিন্ন প্রকারের চিন্তা, সম্ভাব্য তত্ত্বসমূহের খসড়া এবং কিছু ক্ষুদ্র ম্যানিফেস্টো—যার সামগ্রিক উদ্দেশ্য এমন একটি মৌলিক তত্ত্বের আভাস দেওয়া যা বর্তমানে বিদ্যমান নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে কোনো এক পর্যায়ে যার অস্তিত্ব থাকতে পারে।

নৈরাজ্যবাদী নৃবিজ্ঞান অবশ্যই থাকা উচিত এবং আমরা শুরু করতে পারি এটা জিজ্ঞেস করে যে, কেন তা নেই। কিংবা নৈরাজ্যবাদী সমাজবিজ্ঞান কেন নেই অথবা নৈরাজ্যবাদী অর্থনীতি, নৈরাজ্যবাদী সাহিত্যতত্ত্ব কিংবা নৈরাজ্যবাদী রাজনীতিতত্ত্ব/রাষ্ট্রবিজ্ঞানই-বা কেন নেই।

একাডেমিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্যবাদীদের সংখ্যা এত কম কেন?

এটা খুবই প্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন, যেহেতু একটি রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে নৈরাজ্যবাদ বর্তমানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নৈরাজ্যবাদ কিংবা নৈরাজ্যবাদ প্রভাবিত আন্দোলন সর্বত্রই গড়ে উঠছে। প্রথাগত নৈরাজ্যবাদী ধারণাসমূহ—স্বশাসন, স্বেচ্ছাসেবী সমবায়, আত্ম-সংগঠন, পারস্পরিক সহযোগিতা, অপরোক্ষ গণতন্ত্র—বিশ্বায়ন আন্দোলনের সাংগঠনিক ভিত্তি হওয়া থেকে সরে এসে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন র‍্যাডিকাল আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একই ভূমিকা পালন করেছে। মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ভারত ও অন্যান্য জায়গার বিপ্লবীরা ক্রমশ ক্ষমতা দখলের কথা বলাই ছেড়ে দিচ্ছে এবং বিপ্লব আসলে কী সে বিষয়ে ভাবার জন্য মৌলিক কিছু চিন্তার বিকাশ ঘটাচ্ছে। যদিও এটা মানতে হবে যে, এদের বেশিরভাগই 'নৈরাজ্যবাদী' শব্দটা ব্যবহার করতেই ব্যর্থ হয়েছেন বা হচ্ছেন। কিন্তু বার্বারা এপস্টিন[১] সাম্প্রতিক সময়ে দেখিয়েছেন যে, ১৯৬০-এর দশকের সামাজিক আন্দোলনগুলোতে মার্কসবাদের যে অবস্থান ছিল, তার অনেকটাই নৈরাজ্যবাদ ইতোমধ্যে দখলে নিয়েছে। এমনকি যাঁরা নিজেদের নৈরাজ্যবাদী ভাবেন না, তাঁরাও মনে করেন নৈরাজ্যবাদী আদর্শের সাথে সম্পর্কিত প্রক্রিয়ায় নিজেদের অবস্থানের জানান দেওয়া উচিত; যার মাধ্যমে নতুন চিন্তার উদ্ভব ঘটানো সম্ভব।

এত কিছুর পরও একাডেমি বা শিক্ষায়তনে এর কোনো প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না। শিক্ষায়তনের বেশিরভাগ মানুষ বলতে গেলে জানেনই না নৈরাজ্যবাদ কী; কিংবা বাঁধাধরা, অপরিপক্ক কিছু চিন্তার মাধ্যমে পুরো

boobook

বিষয়টিকেই খারিজ করে দেন ['নৈরাজ্যবাদী সংগঠন! কিন্তু সেটা কি স্ববিরোধী একটা কথা না?']। যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষায়তনে বিভিন্ন ধরনের কয়েক হাজার মার্কসবাদী পাওয়া যাবে, কিন্তু নৈরাজ্যবাদী রয়েছেন হাতে গোনা কয়েকজন।

তার মানে কি একাডেমিকরা পিছিয়ে পড়ছেন? সেটা অবশ্য অসম্ভব কিছু না। হয়তো কিছুকাল পরেই পুরো শিক্ষায়তন নৈরাজ্যবাদীদের দিয়ে ছেয়ে যাবে। কিন্তু আমি সেটার আশায় থাকতে রাজি নই। এটা মনে হতেই পারে যে, শিক্ষায়তনের সাথে মার্কসবাদের এমন একটা ঘনিষ্ঠতা আছে, যা নৈরাজ্যবাদের কখনো থাকবে না। আর কিছু না হোক, মার্কসবাদই একমাত্র সামাজিক আন্দোলন যার উৎপত্তি একটা পিএইচডি থেকে; যদিও পরবর্তীকালে তা শ্রমিক শ্রেণিকে সংঘবদ্ধ করার আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ন্যারেটিভই মনে করে নৈরাজ্যবাদের ইতিহাসও এরূপ। যেখানে নৈরাজ্যবাদকে তুলে ধরা হয় উনিশ শতকের বিশেষ কিছু চিন্তকের তত্ত্ব হিসেবে—প্রুধোঁ[২], বাকুনিন[৩], ক্রপোতকিন[৪] প্রমুখ—যা পরবর্তীকালে শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলোকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল, রাজনৈতিক সংগ্রামে মিশে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন উপদলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। বেশিরভাগ বিবরণেই নৈরাজ্যবাদ উপস্থাপিত হয় মার্কসবাদের অধস্তন একটি সত্তা হিসেবে, যা তাত্ত্বিকভাবে সামান্য অপ্রতিভ হলেও পুষিয়ে দেয় তার আবেগ ও আন্তরিকতা দিয়ে। বাস্তবে এ ধরনের তুলনা অনেকটাই বিভ্রান্তিকর। উনিশ শতকের এই 'প্রতিষ্ঠাতারা' [প্রুধোঁ, বাকুনি, ক্রপোতকিন প্রমুখ] কখনো এভাবে ভাবেন নাই যে, তাঁরা সম্পূর্ণ নতুন কিছু একটা আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের মতে স্বেচ্ছাসেবী সমবায়, আত্ম-সংগঠন, পারস্পরিক সহযোগিতার মতো নৈরাজ্যবাদী নীতিগুলো মানব আচরণের এমন কিছু আঙ্গিকের প্রতি ইঙ্গিত করে যা মানব-অস্তিত্বের

boobook boobook

মতোই প্রাচীন। এই চিন্তা কাঠামোগত সহিংসতা, বৈষম্য কিংবা আধিপত্যের ব্যাপারেও প্রযোজ্য [নৈরাজ্যবাদের আভিধানিক অর্থই হলো 'শাসকহীনতা']; এমনকি এসকল চিন্তা আন্তঃসম্পর্কিত ও পরস্পরকে বলবৎ করে তোলে। তাঁদের ['প্রতিষ্ঠাতারা'] কোনো চিন্তাকেই সম্পূর্ণ নতুন কোনো মতবাদ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি। কারণ এগুলো আসলে নতুন কোনো মতবাদ নয়। ইতিহাস জুড়ে এমন অনেককেই পাওয়া যাবে যাঁরা অনুরূপ ধারণা প্রচার করেছিলেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসকল চিন্তা লিখিত রূপে নথিবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা ছিল চূড়ান্ত অসম্ভাব্য। আমরা এখানে কোনো তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কথা বলছি না, বরং বলছি এক প্রকারের মনোভাব নিয়ে, যাকে অনেকেই বলতে পারেন এক প্রকারের বিশ্বাস। এই মনোভাব বিশেষ ধরনের কিছু সামাজিক সম্পর্ককে খারিজ করে দেয় এবং বিশ্বাস করে এর মাধ্যমেই একটি প্রকৃত অর্থে বাসযোগ্য সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব।

boobook boobook

এরপরও যদি কেউ মার্কসবাদ ও নৈরাজ্যবাদের ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনা করে, তাহলে দেখা যাবে যে দুটি বিষয় বৈশিষ্ট্যগতভাবেই আলাদা। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির রয়েছে বিশিষ্ট কয়েকজন রচয়িতা। মার্কসবাদ মার্কসের মস্তিষ্কপ্রসূত—এমন কথা লেনিনবাদী, মাওবাদী, ট্রটস্কিবাদী, গ্রামসিবাদী, আলথুসারবাদীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য [এখানে লক্ষণীয়, কীভাবে চিন্তাধারাগুলো রাষ্ট্রনায়কদের নাম দিয়ে শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে ফরাসি অধ্যাপকদের নামে গিয়ে ঠেকে]। পিয়েরে বোর্দু একবার বলেছিলেন, একাডেমিক ক্ষেত্র যদি কোনো খেলা হয় যেখানে পণ্ডিতেরা তাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য লড়াই করেন, সেখানে যখন আপনার নামের বিশেষণ তৈরির ব্যাপারে অন্য পণ্ডিতরা ভাবতে শুরু করবেন, তখনই আপনি বুঝবেন আপনি জিতে গেছেন। এর পেছনের